গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ঢাকা

আদেশ

নথি নং ৪(২৫) শুল্ক-৮/৯৩ (অংশ-১)/৬৫-৯০ তারিখ: ২৮/০৩/২০০১ ইং

বিষয়ঃ আমদানি নিষিদ্ধ ও শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য এবং আমদানিযোগ্য অখালাসকৃত আটক ও বাজেয়াপ্ত পণ্যের নিলাম / নিষ্পত্তি প্রসঙ্গে।

আমদানি নীতি আদেশ মোতাবেক আমদানি নিষিদ্ধ, শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য এবং অবাধে আমদানিযোগ্য অখালাসকৃত আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিলাম বা অন্যবিধ নিষ্পত্তি বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালা পুনর্বিন্যাস করে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ আদেশ জারী করেছেঃ-

(ক) আমদানি নীতির বিধান অনুযায়ী অবাধে আমদানিযোগ্য পণ্যাদি যেমন বেড, ঘড়ি, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি, কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী যেমন প্রজেক্টর, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি (আটক ও বাজেয়াপ্ত হলেও) কাষ্টমস্ এ্যাক্টের বিধান ও এতদ্সংক্রান্ত আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন পূর্বক নিলামে বিক্রি করতে হবে।

(খ) বৈদেশিক মিশন বা কূটনীতিকদের আমদানিযোগ্য অখালাসকৃত ও আটক এবং বাজেয়াপ্তকৃত মালামাল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে উপরের (ক) তে বর্ণিত বিধান পালন সাপেক্ষে নিলামে বিক্রি করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে আমদানি নিষিদ্ধ অখালাসকৃত/ আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিয়ে এবং অন্যান্য সর্ব প্রকার আমদানি নিষিদ্ধ ও শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্যের জন্য নিম্নের (গ) হতে (ঠ) উপানুচেছদে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করতে হবে।

(গ) আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য যেমন পুরাতন গাড়ী / যানবাহন, পুরাতন ইঞ্জিন ও যন্ত্রাংশ ইত্যাদি ও শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য কাপড় (fabrics) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিয়ে উপরের (ক) এর বিধান পালন সাপেক্ষে নিলামে বিক্রি করতে হবে।

(ঘ) জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এবং বিস্ফোরক জাতীয় পণ্য ব্যতীত শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিয়ে উপরের (ক) মোতাবেক নিলামে বিক্রি করতে হবে।

(ঙ) আমদানি নিষিদ্ধ, শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য ও অবাধে আমদানিযোগ্য অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সূতী / সিনথেটিক / সিল্ক / কৃত্রিম আঁশের শাড়ী বর্তমানের ন্যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভাণ্ডারে জমা দেয়া হবে। অবাধে আমদানিযোগ্য কোন ধরনের শাড়ী উক্ত ত্রাণ ভাণ্ডারে গ্রহণযোগ্য না হলে তা উপরের (ক) এর বিধান পালন সাপেক্ষে নিলামে বিক্রি করতে হবে।

(চ) অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত চিনি ও লবণ বর্তমানের ন্যায় টিসিবির নিকট নির্ধারিত দাম ও পদ্ধতিতে বিক্রি করা হবে। টিসিবি গ্রহণ না করলে তা উপরের (ক) এর বিধান পালন সাপেক্ষে নিলামে বিক্রি করতে হবে।

(ছ) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রকার সূতার রিজার্ভ মূল্যসহ তালিকা তাঁত বোর্ডকে সরবরাহ করা হবে। তাঁত বোর্ড উক্ত সূতা বোর্ডের নিবন্ধিত আগ্রহী প্রাথমিক তাঁতী সমিতি সমূহের মধ্যে বরাদ্দ

করবে। বরাদ্দ প্রাপ্ত সমিতি নির্ধারিত সময়ে রিজার্ভ মূল্যের ন্যূনপক্ষে ৬০% (শতকরা ষাটভাগ) মূল্য প্রদান পূর্বক সূতা উত্তোলনে ব্যর্থ হলে শুল্ক কর্তৃপক্ষ উক্ত সূতা বিদ্যমান নীতি আদেশ অনুযায়ী নিলাম/ অন্যবিধভাবে নিস্পত্তি করবে।

(জ) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান ধাতু, দেশী / বিদেশী মুদ্রা যথাযথ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা দেয়া হবে।

(ঝ) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিষ্ফোরক দ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারূদ যথাযথ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অথবা সরকার কর্তৃক মনোনীত সংস্থাকে হস্তান্তর করা হবে।

(ঞ) মদ ও মদ্য জাতীয় পানীয়-

(১) মহাপরিচালক, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে হবে,

(২) উপরের (১) অনুযায়ী নিস্পত্তি না হলে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে ধ্বংস / বিনষ্ট করতে হবে।

(ক) আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশী সিগারেট-

(১) দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়া সম্পন্নপূর্বক টিসিবিসহ বেসরকারী রপ্তানিকারক কর্তৃক সকল আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক পূন: রপ্তানির উদ্দেশ্যে তাঁদের নিকট বিক্রি করতে হবে।

(২) পূন:রপ্তানি সম্ভব না হলে সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির মাধ্যমে ধ্বংস / বিনষ্ট করা হবে।

(ক) প্রত্নসম্পদ হিসেবে বিবেচিত আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যাদি জাতীয় যাদুঘর বা আঞ্চলিক যাদুঘরে হস্তান্তর করতে হবে।

০২। আমদানি নিষিদ্ধ, শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য ও অবাধে আমদানিযোগ্য অখালাসকৃত, আটক ও বাজেয়াপ্তকৃত পণ্য উপরের অনুচেছদ ১ মোতাবেক নিলাম বা অন্যবিধ পদ্ধতিতে নিস্পত্তি করা না গেলে তাও উলেখিত কমিটির দ্বারা ধ্বংস / বিনষ্ট করতে হবে।

(মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরী)
দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক-নীলাম ও বকেয়া)